দৈনিক খবর

তারিখ 25 JAN 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কেউ গ্রেফতার হয়নি ঃ খুনের কারণ জানা যায়নি

মুরাদ হত্যার বিচার দাবী ঃ ক্যাম্পাস থমথমে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্রলীগ (না–শ) নেতা আবু হাসান মুরাদ আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর শুক্রবার সারাদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাম্পাস ছিল থমথমে।

মুরাদ বৃহস্পতিবার রাত দশটায় মগবাজারে নিজ বাসভবনের সামনে নিহত হন। এ সময় তিনি বন্ধুর সঙ্গে ক্যাম্পস থেকে বাসায় ফিরছিলেন। চার পাঁচজন তরুণ তাকে বাসার সামনে ঘেরাও করে মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ মুরাদকে রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ছাত্রনেতা মুরাদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় জাসদ (ইনু) নেতা হাসানুল হক ইনু, কাজী আরেফ আহমেদ, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, ডাকসুর জিএস খায়রুল কবীর খোকন এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জানাজার পর মুরাদের লাশ নবাবগঞ্জ উপজেলার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের (না-শ) প্রভাবশালী নেতা হিসাবে পরিচিত

(৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মুরাদ হত্যার বিচার

(প্রথম পৃঃ পর)

মুরাদের মৃত্যুর পর শুক্রবার সারাদিন ক্যাম্পাস ছিল থমথমে।

ছাত্রলীগ (না–শ) মুরাদ হত্যার বিচার দাবী করে সকাল এগারটায় ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পরে অপরাজেয় বাংলার সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংগঠনের নেতা নাজমুল হক প্রধান, শফী আহমদ, আবদুল্লাহ হিল কাইয়ুম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ মুরাদ হত্যাকান্ডের তদন্ত ও বিচারের দাবী জানান।

ছাত্রলীগ (না–শ) মুরাদের মৃত্যুতে তিনদিনব্যাপী শোক পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। আজ সংগঠনের উদ্যোগে সারাদেশে শোক মিছিল বের করা হবে। ২৬ জানুয়ারী মুরাদ হত্যাকান্ডের বিচারের দাবীতে দেশব্যাপী সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

মুরাদ মাত্র একমাস আগে গত ১৮ ডিসেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পান। অস্ত্র মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। গত ১৫ জানুয়ারী ছাত্রলীগ (না–শ) মুরাদকে সংবর্ধনা দেয়। সেই সভায় মুরাদ সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনের সামনের কাতারে থাকার অঙ্গিকার ঘোষণা করেন। এর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই তিনি নিজেই সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হন।

মুরাদ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পুলিশ গতকাল পর্যন্ত কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। হত্যাকান্ডের মোটিভ সম্পর্কে পুলিশ এখনো অন্ধকারে। তবে এটি কোন রাজনৈতিক হত্যাকান্ড নয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। ছাত্রলীগ (না–শ) এই হত্যাকান্ডের জন্য কাউকে দায়ী করেনি। সংগঠনের পক্ষ থেকে হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ছাত্রনেতা আবু হাসান মুরাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। এসব বিবৃতিতে হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানানোহয়।

জাসদ (ইনু) সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এক যুক্ত বিবৃতিতে হত্যাকান্ডের নিন্দা করে বলেছেন, হত্যার ধরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা সুপরিকল্পিত। বিবৃতিতে বলা হয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব আততায়ী এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে এবং যারা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে তাদের পরিচয় উন্মোচিত হওয়া দরকার। বিবৃতিতে হত্যাকান্ডের তদন্ত, হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীজানানো হয়।

ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক যুক্ত বিবৃতিতে মুরাদ হত্যাকান্ডের নিন্দা করে বলেন, সন্ত্রাসীদের সংগঠনের আশ্রয় দেয়ার কারণেই বাদল–মুরাদরা নিহত হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এক বিবৃতিতে মুরাদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারেরদাবীজানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারী ব্যর্থতার কারণে সারাদেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্রঐক্য ফোরাম, গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র, জাতীয় ছাত্রলীগ, কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, জাতীয় জনতা পার্টি এবং জাতীয় শ্রমিক জোট পৃথক পৃথক বিবৃতিতে মুরাদ হত্যাকান্ডের নিন্দা এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারেরদাবীজানিয়েছে।